R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
২৩শে আগষ্ট, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি

৫ জনের মৃত্যু, অরঙ্গাবাদ জলবন্দী, ধুলিয়ান প্লাবিত

সত্যনারায়ণ ভকত : গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর সংবাদে বন্যার যে খবর বেরিয়েছিল তারপর থেকে এই সাতদিনে রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। নতুন করে প্লাবিত হয়েছে সামসেরগঞ্জ, সুতী ২, ফরাক্কা ও সাগরদীঘি ব্লক। মহকুমার সাতটি ব্লকের মধ্যে তিনটি ব্লকে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ। অন্যান্য ব্লক আংশিক-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ধুলিয়ান শহর প্লাবিত হয়েছে, অরঙ্গাবাদ শহর জলবেষ্টিত হয়ে পড়েছে এবং বেনিয়াগ্রাম থেকে ফরাক্কা অবধি তিন জায়গায় ৩৪নং জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে বন্যার জল বয়ে চলেছে। জল বইছে ধুলিয়ানের কাছে পাকুড় সড়কেও। উত্তরবঙ্গ এবং দুর্গাপুর রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস ছাড়া কোন লোকাল বাস ফরাক্কা পর্যন্ত যাচ্ছে না। বন্যায় এখন পর্যন্ত মৃত্যু ঘটেছে পাঁচজনের। ১৮ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের কৃষ্ণশাইলে নৌকাডুবির ফলে ২ জন, সামসেরগঞ্জ ব্লকের ফুলতলা গ্রামে জলমগ্ন হয়ে ১৯ আগষ্ট ১ জন মারা গিয়েছেন। সি পি এম-এর জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের সেকেন্দ্রা ও মিঠিপুরে ১জন করে মারা গিয়েছেন। জঙ্গিপুরের একজিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট কমলকুমার পাল জানিয়েছেন, সামসেরগঞ্জ ব্লকের বোগদাদনগরে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ উপেক্ষা করে কলেজের বাড়ী তৈরীর কাজ চলছে

জঙ্গিপুর, ২৩ আগষ্ট—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন এবং রাজ্য সরকার ও জঙ্গিপুর কলেজের আর্থিক আনুকূল্যে ভাগীরথী তীরে জঙ্গিপুর কলেজের একটি ভবন তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। যে জায়গায় ভবনটি তৈরীর কাজ চলছে, সেচ বিভাগের বিশেষজ্ঞদের মতে, ভাগীরথীর অন্তর্ঘাতী স্রোতে সেই জায়গাটিতে ভাঙনের আশঙ্কা আছে। গত বছর সরকারীভাবে এই আশঙ্কার কথা ঘোষণা করে নাগরিকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষকে বিশেষজ্ঞরা আরো ১৫ মিটার পেছনের জায়গায় ভবনটি নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরামর্শ উপেক্ষা করে 'বিপজ্জনক'

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাগরদীঘিতে ২৩টি রাস্তা তৈরীর সুপারিশ

সাগরদীঘি, ২৩ আগষ্ট—যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের উন্নতিসাধন এবং কৃষিজাত পণ্য পরিবহণের জন্য সাগরদীঘি সড়ক বিভাগ এই ব্লকের ২৩টি রাস্তা তৈরীর সুপারিশ করেছেন। তার মধ্যে সাগরদীঘি বাজারের রাস্তাটি অন্যতম। রাস্তাটির দুরবস্থার জন্য প্রত্যেক বার বর্ষায় জনসাধারণকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সন্তোষপুর থেকে পোপাড়া পর্যন্ত এক দশমিক পঁচাত্তর কিলোমিটার রাস্তাটি পাকা করার জন্য কংগ্রেস আমলে প্ল্যান-এষ্টিমেট করে পাঠানো হয়েছিল বিভাগীয় দপ্তরে। কোন ফল হয়নি। দ্বিতীয়বার পাঠানো হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট আমলে। কর্তৃপক্ষ সেবারও নীরব থাকলেন। এবার পাঠানো হল বামফ্রন্ট আমলে। বিভাগীয় চীফ ইনজিনিয়ার রাস্তাটি পরিদর্শন করে গিয়ে বিশদ বিবরণ চেয়ে পাঠালেন। সাগরদীঘি সড়ক বিভাগ পাঠিয়ে দিলেন। জানা গেল সরকারীভাবে চেষ্টা চালানো হচ্ছে রাস্তাটি সংস্কারের।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সরকারী অনুদান

বিশেষ প্রতিনিধি : রাজ্য সরকার পাবলিক হল বা টাউন হল সংস্কার অথবা সম্প্রসারণের জন্য পঞ্চাশ শতাংশ অনুদান দিতে চান। বাকী পঞ্চাশ শতাংশ দিতে হবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে। এই শর্তে রাজী হয়ে সম্প্রতি জঙ্গিপুর মহকুমা থেকে সুতী ২নং ব্লকের বাজিতপুর রবীন্দ্র পাঠাগার, রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবন এবং মিরজাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার—এই তিনটি প্রকল্প

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কো-অপাঃ ফিস ষ্টল

রঘুনাথগঞ্জ, ২২ আগষ্ট—সরকারী উদ্যোগে শহরের নির্মীয়মাণ সুপার মারকেটে সমবায় ভিত্তিতে মাছের ষ্টল খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এজন্য জঙ্গিপুর পুরসভাকে প্রায় এক মাস আগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। অথচ ষ্টল খুলতে পারলে ন্যায্যদামে মাছ পাওয়া যাবে। এক সাক্ষাৎকারে খবরটি দিয়েছেন মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে। তিনি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সড়কের দুর্দশা

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২২ আগষ্ট—ডিগরি থেকে নিউ ফরাক্কা মোড় পর্যন্ত ৩৪নং জাতীয় সড়কের যে শাখাটি তৈরী করে অতি সম্প্রতি চালু করা হয়েছে, বল্লালপুর হতে নিউ ফরাক্কা পর্যন্ত রাস্তাটি অনেক জায়গায় বসে গিয়ে যানচলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এখন যেভাবে যানবাহন চলাচল করছে, তাতে যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সিনেমা হলে হাতপাখা

রঘুনাথগঞ্জ, ২২ আগষ্ট—গত কয়েকদিনে বিদ্যুৎ সরবরাহ কতটা বিপর্যস্ত হয়েছে, তার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে এই শহরের একটি সিনেমা হলের ঘটনা থেকে। ঘন ঘন লোডশেডিং-এ উত্যক্ত দর্শকদের মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী হাতপাখা ভাড়া দিতে শুরু করেছে। শো প্রতি একটি হাতপাখার ভাড় পঞ্চাশ পয়সা। কিনতে চাইলে সিনেমা হলে বসেই হাতপাখা পাবেন—দাম মাত্র ৫ টাকা।

রেশনে চিনি বাড়ন্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : বন্যায় ক্ষতি-গ্রস্ত বিহার থেকে চিনি আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খাদ্য করপোরেশনের মুর্শিদাবাদ জেলা গুদাম চিনিশূন্য হয়ে পড়েছে। জঙ্গিপুর গুদামে আছে মাত্র সাড়ে বারো টন। জেলার সব মহকুমায় ওই চিনি বিলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে আগামী সপ্তাহে জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চলে রেশনে চিনি দেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ শহরাঞ্চলে চিনি দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত থাকবে না। চলতি সপ্তাহে গ্রাম ও শহরে দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৫০ গ্রাম

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

জঙ্গিপুরের বন্যা

জঙ্গিপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা আজ বন্যাকবলিত হইয়া পড়িয়াছে। পদ্মার কূলপ্লাবী জল রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের প্রায় সমস্ত অঞ্চলকেই প্লাবিত করিয়াছে। জঙ্গিপুর লালগোলা সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ধুলিয়ান শহর প্লাবিত হইয়াছে, অরঙ্গাবাদ জলবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে, ধুলিয়ান-পাকুড় সড়ক ডুবিয়াছে, বেনিয়াগ্রাম হইতে ফরাক্কা পর্যন্ত তিন জায়গায় ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর দিয়া বন্যার জল বাহয়া চলিয়াছে। গঙ্গার পশ্চিমাঞ্চল পাহাড়ী নদী বাঁশলই ও পাগলার প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে জলমগ্ন হইয়াছে।

প্রকৃতির কি নিষ্ঠুর প্রতিশোধ এই সমস্ত অঞ্চলের অসহায় মানুষের উপর। হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল বিনষ্ট হইয়াছে, অগণিত বাসগৃহ ধসিয়া পড়িয়াছে, অসংখ্য মানুষ জলবন্দী হইয়া প্রকৃতির নিষ্ঠুর খেয়ালের শিকার হইয়া পড়িয়াছেন। গত সপ্তাহে এই সমস্ত অনিকেতহীন জলবন্দী মানুষের উদ্ধারের জন্য ডাকিয়া আনিতে হইয়াছে সামরিক বাহিনীকে।

ছিন্নমস্তা নদীগুলির প্রমত্ত উল্লাসে মানুষ আজ কত বিপন্ন—তাহা দেখিয়া শিহরিত হইতে হয়। বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ প্রকৃতিকে তর্জনী দেখাইয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণের কত শত প্রকল্প রচনা করিয়া চলিয়াছে, স্পার তৈরী করিয়া নদী ভাঙন ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়াছে, বাঁধ নির্মাণ করিয়া 'বহ্নিবন্যা তরঙ্গের বেগ'কে প্রতিহত করিবার দুর্মর প্রচেষ্টা চালাইয়া চলিয়াছে—কিন্তু বন্যাবিধ্বস্ত এতদঞ্চলে আসিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিলে চোখে পড়ে মানুষের অসহায়ত্ব। বন্যা ছুটিয়া আসিয়া বৎসরের পর বৎসর মানুষের বুকের পাঁজরায় ক্ষমাহীন আঘাত হানিয়া চলিয়াছে। তাই বন্যা আজ মানুষের কাছে এক জলন্ত প্রশ্ন। প্রায় ফি সনের সমস্যা। বন্যাপীড়িত অসংখ্য মানুষের শুধু একটি প্রশ্ন, সাধারণ মানুষ কতদিন আর এইভাবে বন্যার তাণ্ডব সহ্য করিবে। যে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা মানুষকে গ্রহান্তরের যাত্রী করিয়া পাঠাইতে সক্ষম হয়, সেই রকম বিপুল প্রয়াস কি বন্যার বিধ্বংসী লীলা বন্ধ করিয়া বন্যাবিধ্বস্ত মানুষের জীবনে দুর্গতিহরণের স্থায়ী প্রতিশ্রুতি বহন করিয়া আনিতে পারে না?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

সরকারের প্রতি আবেদন

আমরা সাগরদীঘি থানার অধীন ত্রৈলোক্যনগর গ্রামের দীনমজুররা চাই, আমাদের স্কুলের রহস্য উদ্ঘাটন করে প্রকৃত অপরাধীদের সাজা হোক এবং সরকারী উদ্যোগে স্কুলটি পুনরুজ্জীবিত করা হোক। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখছি অন্যায়কারীর সাজা হয় না। হলে স্কুলের এই দুর্দশা হত না। আগে মাষ্টারমশাইদের পড়াতে দেখতাম। ছেলেরাও পড়াশোনা করত। এখন তারা পাশের গাঁয়ের স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আমরা স্কুল তৈরীর জন্য জায়গা, ইট-কাঠ প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করেছিলাম। সেগুলির ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। স্কুলের তীর-বরগা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাঝে মধ্যে দেখি কোন কোন 'বাবু' খাতা হাতে তদন্তে আসেন। কিন্তু কোন ফল ফলতে দেখি না। এ ব্যাপারে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। —পঙ্কজ মণ্ডল, সিরাজুদ্দিন বিশ্বাস, রাধানাথ মণ্ডল, ও ঝাঁটুপদ মণ্ডল।

দাবি উপেক্ষিত

সাগরদীঘি, ২৩ আগষ্ট—দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এখানকার রেলযাত্রীরা সাগরদীঘি ষ্টেশনে শেড নির্মাণ, ষ্টেশন বৈদ্যুতিকীকরণ, হাওড়া থেকে হাওড়া (ভায়া বর্দ্ধমান, রামপুরহাট, নলহাটি, আজিমগঞ্জ) ট্রেন চলাচল প্রভৃতির দাবি জানিয়ে আসছেন। পূর্ব রেলের ডি এস ষ্টেশন পরিদর্শনে এসে বহুবার যাত্রীদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন দাবি পূরণ করা হয়নি। উপরন্তু যাত্রীদের দুর্দশার মধ্যে ফেলে দুটি ট্রেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ষ্টেশন বৈদ্যুতিকীকরণ কয়েক বছর আগে অনুমোদন লাভ করেছে, কিন্তু ওয়ারক অরডারের অভাবে আজ পর্যন্ত কাজ শুরু হয়নি।

জেলা পত্র-পত্রিকাগুলির প্রচারসংখ্যা ৩ লক্ষ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ পরিচালিত এক সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে বর্তমানে তিন শতাধিক পত্র-পত্রিকা কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জেলায় প্রকাশিত হয়। জেলায় জেলায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে সাপ্তাহিকগুলির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি, ১৫০ রও বেশি। মাসিক পত্রিকাগুলির সংখ্যা প্রায় ৩৯, আর পাক্ষিক এবং অন্যান্য পত্রিকার সংখ্যা ৯০ ছাড়িয়ে গেছে। ছোট ছোট আকারে দৈনিক পত্রিকাও জেলাগুলি থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলির সংখ্যা: বর্ধমান জেলায় ২, আর অন্যটি বীরভূম জেলায়। সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত জেলা পত্রিকার মোট প্রচার সংখ্যা তিন লক্ষের মত। এ সব হিসাব সংশ্লিষ্ট পত্র-পত্রিকাগুলির কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সর্বাধিক সংখ্যক পত্রিকা প্রকাশিত হয় বর্ধমান জেলা থেকে—৬৩টি। দ্বিতীয় স্থান হাওড়া জেলার—সংখ্যা ৫৩ এবং তৃতীয় স্থান ২৪-পরগণা জেলার—সংখ্যা ৪১। সর্বনিম্ন স্থান নিয়েছে মালদা জেলা, সেখানে মাত্র সাতটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলির প্রচার সংখ্যার দিক থেকেও বর্ধমান জেলার স্থান শীর্ষে, সেখানে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলির মোট প্রচার সংখ্যা ৮০,০০০। আর বাঁকুড়া জেলার স্থান সর্বনিম্নে, সেখানে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলির মোট প্রচার সংখ্যা ৫,০০০। —নিউজ ব্যুরো

বেলুড়িয়ায় গণ্ডগোল

সাগরদীঘি, ১৭ই আগষ্ট—প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, গত ৪ আগষ্ট বেলুড়িয়া সেটেল্‌মেন্ট ক্যাম্পের কর্মচারীদের বিলম্বে অফিসে আসা, দালাল মারফৎ ঘুষ চাওয়া এবং গরীব জনসাধারণকে অযথা হয়রানি করা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে উপস্থিত জনসাধারণের সঙ্গে এক গণ্ডগোল হয়। এবং তাঁতিবিড়ল গ্রামের ফিরোজ আলী মণ্ডল 'দালাল দ্বারা প্রহৃত হন' বলে এক লিখিত অভিযোগ জানান। অভিযোগে তিনি এ বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

সলিল সমাধি

বোখারা, ২২ আগষ্ট—সম্প্রতি বোখারা গ্রামের আবদুল হাই-এর তিন বছরের মেয়ে জলে ডুবে মারা গিয়েছে। শিশু কন্যাটি গত এপ্রিল মাসে ট্রাক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হাত থেকে অল্পের জন্য রেহাই পেয়েছিল।

রাঁধুনি আছে, রান্না হয় না

সাগরদীঘি, ২৩ আগষ্ট—এই ব্লকের মনিগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাঁধুনি আছে, রোগী ভর্তির ব্যবস্থা আছে কিন্তু রান্নাঘরের কোন ব্যবস্থা না থাকায় রান্না হয় না। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে এলে গ্রামবাসীরা এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি জানান রান্নার যাবতীয় জিনিস তিনি সরবরাহ করতে পারবেন কিন্তু রান্নাঘর তৈরী করে দিতে পারবেন না; কারণ, ঘরের জন্য কোন টাকা মঞ্জুর করা হয়নি। গ্রামবাসীরা এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

স্বাধীনতা দিবসে সমাজসেবা

মির্জাপুর, ২২ আগষ্ট—গত মঙ্গলবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নবভারত স্পোরটিং ক্লাবের উদ্যোগে গ্রামের মজে যাওয়া নালা এবং সড়ক সংস্কার করা হয়। মশা-মাছির উপদ্রব কমার আশায় গ্রামবাসীরা তাঁদের অভিনন্দন জানান।

বাণীপুর থেকে আমাদের সংবাদদাতা লিখেছেন, স্বাধীনতা দিবসের দিন ট্রেনে প্রচণ্ড ভীড় হয়। বেশীর ভাগ ট্রেনের ছাদে অনেক যাত্রীকে ভ্রমণ করতে দেখা যায়।

হার ছিনতাইয়ের চেষ্টা

রঘুনাথগঞ্জ, ২২ আগষ্ট—সম্প্রতি শহরের একজন রিক্সাচালক জনৈকা মহিলার গলার হার ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ৯ আগষ্ট রাত সাতটা নাগাদ বাণীপুর থেকে ওই মহিলা রিক্সায় (৩৭১ জে এম) করে রঘুনাথগঞ্জ আসার পথে বৃষ্টি শুরু হয়। রিক্সাচালক অন্ধকার রাস্তায় রিক্সা থামিয়ে মহিলার হার ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। মহিলা তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রিক্সা থেকে নেমে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালান। পরদিন ওই রিক্সাচালককে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মহিলার বাড়ীতে হামলার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে তারা পালিয়ে যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি ৫ জনের মৃত্যু, অরঙ্গাবাদ জলবন্দী, ধুলিয়ান প্লাবিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একটি বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে। ধুলিয়ানের ব্যবসায়ীরা লঙ্গরখানা খোলার কথা চিন্তা করছেন। রঘুনাথগঞ্জ দু' নম্বর ব্লকের বিডিও নকুল আবসার জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীর ৮টি স্পীড বোট ত্রাণের কাজে নেমেছ। মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে জানিয়েছেন, রঘুনাথগঞ্জ দু' নম্বর ব্লকের কৃষ্ণশাইলে এ্যাফলেকৃস বাঁধ ভেঙে গিয়ে পাকা সড়ক ও বহু গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। বড়জুমলা বাঁধ টিকবে কি না সন্দেহ আছে। জঙ্গিপুর-লালগোলা সড়কের সম্মতি নগর থেকে বড়জুমলা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। ২১ আগষ্ট পর্যন্ত মহকুমার ২৮১টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে, প্রায় আড়াই লক্ষ লোক জলবন্দী হয়েছেন, ৪০ হাজার লাককে উদ্ধার করা হয়েছে, ১৭৩টি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে, প্রায় ৪ হাজার বাড়ী ধসে পড়েছে, ১২১'০৫ বর্গমাইল এলাকা জলমগ্ন হয়েছে, প্রায় ১০ হাজার একর জমির শস্যহানি ঘটেছে। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ সাকুল্যে এক কোটি টাকা। ভাঙনে ৩'০৫ একর জমি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়েছে, ধুলিয়ান-এর ১০০ ফুট এলাকা 'অরক্ষিত' ঘোষণা করা হয়েছে। ধুলিয়ানে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে সেনাবাহিনী নামেনি। নতুন করে প্লাবিত হয়েছে সুতী ১নং ব্লকের আহিরণ এবং সাগরদীঘি ব্লকের কাবিলপুর, গোবর্ধনডাঙ্গা ও পাটকেলডাঙ্গা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা। সাগরদীঘিতে প্রায় ১০ হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ভাগীরথীর জল বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। নিমতিতায় পুরো স্রোত বইছে।

এখন পর্যন্ত তিনজন মন্ত্রী ও দু' জন সংসদ সদস্য মহকুমার বন্যাপীড়িত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। এঁরা হলেন দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাস রায়, রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিদিব চৌধুরী ও শশাঙ্কশেখর সান্যাল। ২১ আগষ্ট বন্যাক্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শনের পর ধুলিয়ানে ত্রাণমন্ত্রী রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মহাকরণে বসে যে খবর পাচ্ছিলাম এখন দেখছি তার চেয়েও খারাপ অবস্থা। সীমিত ক্ষমতায় রাজ্য সরকারের পক্ষে সমস্যা মোকাবিলা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া ব্যাপক ত্রাণের উপায় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা সাহায্য চাইবো। এখন প্রধান কাজ জলবন্দীদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া। ত্রাণের ব্যাপারে কোন রকম কার্পণ্য করা হবে না। সহয়-সম্বল সব দেওয়া হবে।

ধুলিয়ানে দেখলাম পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে জল নামছে। পাকুড় সড়ক ডুবে গিয়েছে। সামসেরগঞ্জ ব্লক অফিসে এক কোমর জল। অফিসটি সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছে একটি বিড়ি কোম্পানীর বাড়ীতে। একজন সমাজকর্মী জানালেন, বন্যার ফলে বিড়ির কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ধুলিয়ানের বিড়ি শ্রমিকদের অবস্থার অবনতি ঘটেছে। একজন সরকারী মুখপাত্র এ খবর অস্বীকার করেন। এই ব্লকে সাপের উপদ্রব বেড়ে গেছে। গত কয়েকদিনে বন্যাপীড়িত কয়েকটি এলাকা থেকে সাপে কামড়ানোর খবর পাওয়া গিয়েছে। সর্বত্র পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছে।

রঘুনাথগঞ্জ দু' নম্বর ব্লকের বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করার সময় দেখলাম সব ভেসে গিয়েছে, যে যেখানে পেরেছেন আশ্রয় নিয়েছেন। ব্লকের ত্রাণকর্মীরা সাধ্যমত ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁদের স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে সাহায্য করছেন জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব ও হরিসভার ছেলেরা। উৎসাহ যোগাচ্ছেন মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে। তিনি সব সময় ত্রাণের কাজে তদারকি করছেন। অন্য জায়গা থেকে মিস্ত্রী এনে টিউবওয়েল মেরামত-এর কাজ চলছে। কলার ভেলায় করে পানীয় জল বয়ে নিয়ে চলেছে ছেলেরা। কৃষ্ণশাইলের কাছে জঙ্গিপুর—লালগোলা সড়কের অনেকখানি ধসে পড়েছে, এক জায়গায় একটি কালভারট জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। ত্রাণের ব্যাপারে দেখলাম ক্ষোভ সকলের। প্রয়োজনের তুলনায় ত্রাণসামগ্রীর স্বল্পতার জন্য ক্ষুব্ধ ত্রাণকর্মীরা, বন্যার্তরা ক্ষুব্ধ ঠিকমত ত্রাণসামগ্রী তাঁদের কাছে পৌঁচচ্ছে না বলে। ১৯ আগষ্ট দেখলাম সম্মতিনগরে এই নিয়ে বেশ কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। একজন ত্রাণকর্মী কিছু ত্রিপল নিয়ে সেখানে পৌঁছান মাত্র একদল লোক তাঁকে ঘিরে ধরলেন এবং ত্রিপলগুলি দাবি করলেন। না দিলে নৌকো ফুটো করে দেওয়ার ভয় দেখালেন। ত্রাণকর্মী বাধ্য হয়ে ফিরে এলেন। মহকুমা শাসক জানালেন, ত্রাণের কাজে নৌকোও ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছে না।

১৮ আগষ্ট, ভাদ্র মাসের পয়লা তারিখে ছিল পূর্ণিমা। সকলের আশা ছিল পূর্ণিমার পর জল নেমে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। বরং জল আরও বেড়েছে। এবং সরকারী সূত্রে জানা গিয়েছে পদ্মায় স্থিতাবস্থা বিরাজ করলেও জল ছড়িয়ে পড়ছে, নূরপুর ও সাদিকপুরে গঙ্গার জল বাড়ছে। কুলগাছি ও কাশিয়াডাঙ্গায় পদ্মার জল ভাগীরথীতে গিয়ে পড়ছে। ভাগীরথী ফুঁসছে। জঙ্গিপুর মহাশ্মশান জলমগ্ন হয়েছে, মড়া পুড়ছে রাস্তায়। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের কয়েকটি অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। ২২ আগষ্ট ফরাক্কার এ্যাফলেকৃস বাঁধের কিছুটা ভেঙে গিয়েছে। সরকারী তৎপরতায় ২০ আগষ্ট ফরাক্কার কাছে এ্যাফলেকৃস বাঁধ কেটে দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। চিকিৎসক দল প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই সতর্ক নজর রাখছেন। ধুলিয়ান গঙ্গা ষ্টেশনের রেলকর্মীরা বন্যার ফলে রেলের বগীতে আশ্রয় নিয়েছেন।

গুজিরপুর বাঁধ বিপন্ন ঃ প্রত্যেক বছরের মত এবারও খড়খড়ির মুখে গুজিরপুর বাঁধ জলের চাপে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। ২০ ও ২১ আগষ্ট সারা দিনরাতের পরিশ্রমে বাঁধটিকে মজবুত করা হয়। এই বাঁধটি ভেঙ্গে গেলে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালসহ রঘুনাথগঞ্জ শহরের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্লাবনের সম্ভাবনা থাকে। অথচ বছরে ৩৫৮ দিনই সকলে চুপ করে বসে থাকেন। মাথা ব্যথা হয় বর্ষায় বড় জোড় সাত দিন, যখন জলের চাপে বাঁধ ভেঙ্গে শহর ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। রাজনৈতিক দলগুলি এই ক'দিনে প্রশাসনের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে মুনাফা তোলার চেষ্টা করেন, প্রশাসন বলেন দায় সেচ বিভাগের। রবিবার রাত্রে প্রায় আধ ডজন তদারকি অফিসারকে বাঁধের কাছে ঘেরাও করা হয় বলে মহকুমা শাসক জানান।

রাষ্ট্রপতিকে চিঠি ঃ আর এস পি দলের এম এল এ অমল রায় জঙ্গিপুর মহকুমার গঙ্গা ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতির বিশদ বিবরণ দিয়ে রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডীকে ফরাক্কা ও জঙ্গিপুর ব্যারেজ এলাকা পরিদর্শনের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী সুরজিৎ সিং বারনালা এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার বন্যাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য অমলবাবু প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকেও তারবার্তায় অনুরোধ জানিয়েছেন।

উষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্ত্তন ঃ রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী
দ্রব্য বিক্রেতা।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস ঃ গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন ঃ ধুলিয়ান—২১

ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয়
পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

শ্রীগুরু হোমিও হল
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও
বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং
যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or
Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জায়গায় ভবন তৈরীর কাজ চলছে। জনমনে এই নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আশঙ্কার আর একটি দিক হল, ছক অনুযায়ী ভিতের মাটি না কেটে অতি নিম্নমানের ইট দিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল। কলেজের শিক্ষার্থীরা এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিশেষজ্ঞের তদন্তসাপেক্ষে কাজ বন্ধ রাখা হয়। তদন্তে সাধারণ মানুষের আশঙ্কা স্বীকৃতি লাভ করে। নিম্নমানের ইটের নমুনাও সংরক্ষিত করা হয়। কলেজ কর্মচারী সমিতির সম্পাদক তাপস রায় জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষ ঠিকাদারদের নিম্নমানের ইট সরিয়ে নিয়ে ভবন নির্মাণে যথাযথ কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পূর্ত দপ্তর ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে কাজ পরিদর্শন করে সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তি

রঘুনাথগঞ্জ সেবাশিবির ক্লাবের উন্নতিকল্পে আগামী ২৭শে আগষ্ট যে পারিতোষিক বিতরণী অনুষ্ঠানের কথা ছিল বর্তমান বন্যায় ক্লাবটি প্লাবিত হওয়ায় সেই অনুষ্ঠান পিছিয়ে ২রা অক্টোবর করা হইল।

জনসাধারণের অবগতির জন্য এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইল।

মতিলাল চন্দ্র, সম্পাদক
রঘুনাথগঞ্জ সেবাশিবির

রাস্তা তৈরীর সুপারিশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তবে পীচ হবার সম্ভাবনা নাই বলে অনুমান করা হচ্ছে। আপাততঃ পাথর অথবা মোরাম দিয়ে রাস্তাটি বাঁধিয়ে দেওয়া হবে।

আর একটি খবরে জানা গেছে, জাতীয় সড়কের স্কী—রঘুনাথগঞ্জ লিঙ্ক রোডের দুই দিক দু'ফুট। করে বাড়াবার কথা ছিল, কিন্তু হয়নি। এখন আছে মাত্র আট ফুট। এতে যানবাহন চলাচলে খুব অসুবিধা হচ্ছে। একটি লরি বা বাস গেলে আর কারো চলার উপায় থাকে না। এই পথে এখন যানবাহন চলাচল বেড়ে গিয়েছে, তাই রাস্তার দুই দিক সম্প্রসারণের প্রয়োজনও বেড়ে গিয়েছে।

সরকারী অনুদান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাঠানো হয়েছে। মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন, প্রকল্পগুলি পাওয়ার পর সরকার জানতে চেয়েছেন, ওগুলো পাবলিক হল কিনা এবং পঞ্চাশ শতাংশ খরচ বহন করতে পারবে কিনা। এখন বিস্তারিত রিপোরট পাঠানো হচ্ছে।

কো-অপাঃ ফিস ষ্টল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলেছেন, পুরসভা আজ ব্যবস্থা করলে কাল থেকেই ফিস ষ্টল খোলা যাবে। এবং ইচ্ছে করলে বাজারটি এখনই চালু করা যাবে।

পুরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় এ সম্পর্কে জানান, বাজার তৈরী সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ফিস ষ্টল খোলা সম্ভব নয়। ফিস ষ্টল হোক সবাই চায়, তবে সেটা শৃঙ্খলার সঙ্গে হওয়া চাই।

রেশনে চিনি বাড়ন্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে। গত সপ্তাহে রিজিওনাল ম্যানেজারের কাছ থেকে কোন নির্দেশ না আসায় মহকুমায় চিনি বিলি করা সম্ভব হয়নি। যে সব ডিলারের পুরনো মজুত ছিল কেবলমাত্র তাঁরাই বিলি করতে পেরেছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এ খবর পাওয়া গিয়েছে।

জাগালদারি নিয়ে

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ আগষ্ট—গতকাল এই থানার খুড়িপাড়ায় জাগালদারি নিয়ে বামফ্রণ্টের দুই শরীক দল আর এস পি এবং ফরওয়ারড ব্লকের সমর্থকরা লাঠিসোটা নিয়ে মারপিট বাধাবার উপক্রম করলে পুলিশ ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত নির্বাচিত অঞ্চল প্রধানদের নামের তালিকায় সুতী ২নং ব্লকের অরঙ্গাবাদ (১) অঞ্চলে সিদ্ধেশ্বর নাথ (নির্দল)-এর পরিবর্তে নরেন্দ্রনাথ সিংহ (নির্দল) পড়তে হবে। —সঃ

শিক্ষকদের বেতন বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী—১ ও জঙ্গিপুর সারকেলের স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর বদলি হয়ে ৯ আগষ্ট থেকে ছুটিতে আছেন। এর মধ্যে অন্য কাউকে চারজ না দেওয়ায় অফিসে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থায় বেতন সংক্রান্ত রকম বিল সই না হওয়ায় শিক্ষকদের বেতন আটকে গেছে। এদিকে ঈদের আর মাত্র কয়েকদিন বাকী আছে। শিক্ষকরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

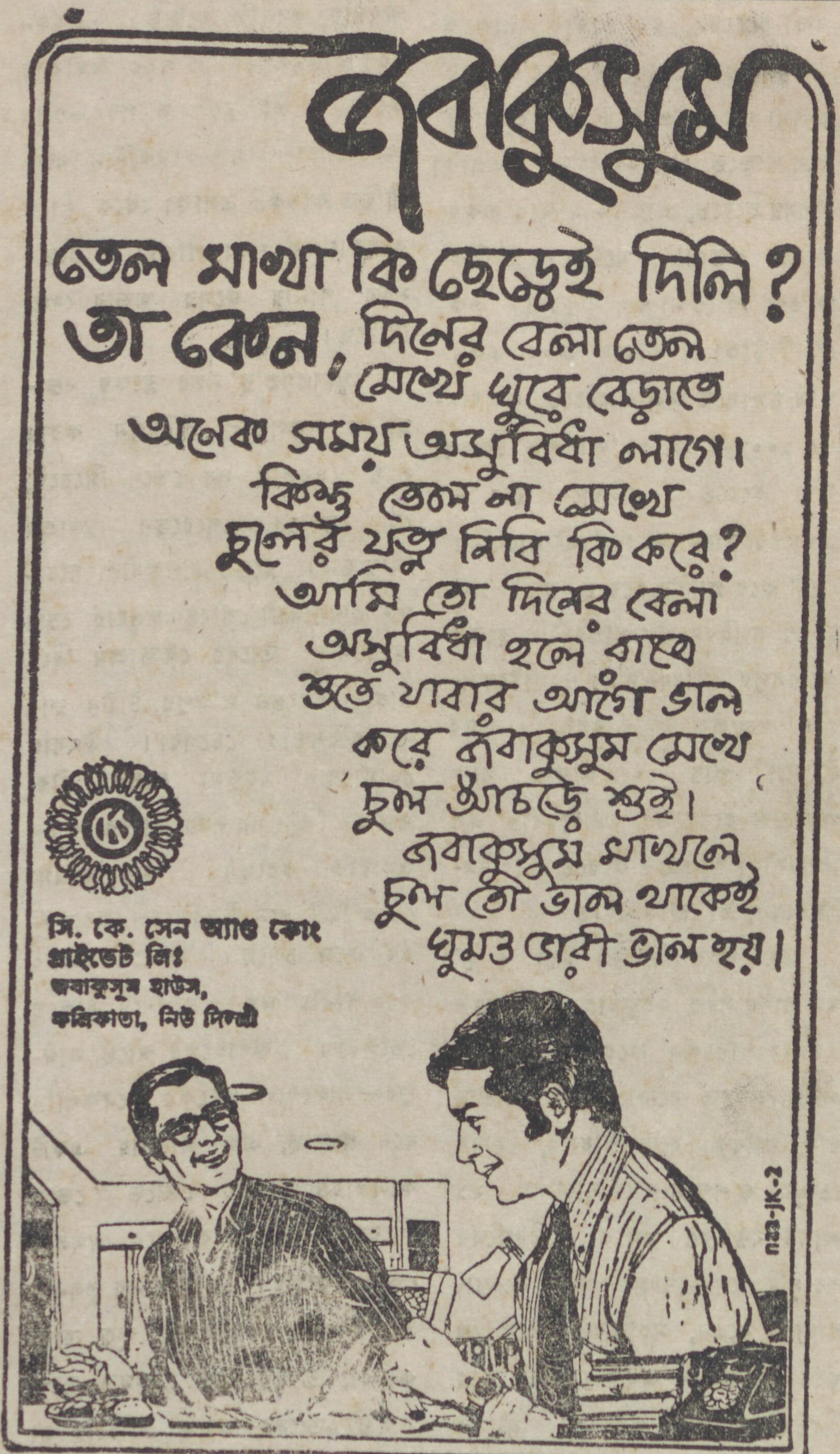

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।